দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 30 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে শুভঙ্করের ফাঁকি

টাকা দেয়ার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের বরাদ্দ কমে যাচ্ছে

প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥ শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচিতে অনুদান দেয়ার ব্যাপারে শুভঙ্করের ফাঁকির আশ্রয় নিয়েছে সরকার। খাদ্যশস্যের পরিবর্তে, ছাত্রছাত্রীদের নগদ টাকা দেয়ার নামে সরকার প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গরিব পরিবারের একটি শিশুকে প্রতি মাসে ১৫ কেজি গম অথবা ১২ কেজি চাল দেয়া হয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায়। যদি গরিব পরিবারের একাধিক শিশু স্কুলে যায়, তাহলে ওই পরিবার পায় ২০ কেজি গম অথবা ১৬ কেজি চাল। বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার আগামী অর্থবছর থেকে ওই কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক শিশুর পরিবার ১শ' টাকা এবং একাধিক শিশুর পরিবার সোয়াশ' টাকা পাবে প্রতি মাসে।

বর্তমানে এক কেজি গমের সংগ্রহ মূল্য ৯ টাকা এবং এক কেজি চালের সংগ্রহ মূল্য

ফাঁকি ঃ পৃঃ ১ কঃ ৭

ফাঁকি ঃ শুভঙ্করের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

১৩ টাকা। যদি শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত গম ও চালের দাম সরকারি সংগ্রহ মূল্যের দরেও হিসাব করা হয়, তাহলে এক শিশুর পরিবারি প্রতি মাসে পায় গমে ১শ' ৩৫ টাকা এবং চালে ১শ' ৫৬ টাকা। আর একাধিক শিশুর পরিবার গমে ১শ' ৮০ টাকা এবং চালে ২শ' ৮ টাকা।

গরিব পিতা-মাতারা আগে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহবোধ করতেন না। তারা মনে করতেন, স্কুলে না গিয়ে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করাই লাভজনক। আর যারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন, তাদের লেখাপড়াও খুব বেশি দূর অগ্রসর হতো না। ১৯৯০ সালেও প্রাথমিক পর্যায়েই প্রায় ৬০ শতাংশ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে, ছাত্রছাত্রীদের ঝরেপড়ার হার ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে বলে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়।

ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে পিতা-মাতাদের উৎসাহী করার লক্ষ্যে সরকার বৈদেশিক সহায়তায় ১৯৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করে। ইতোমধ্যে পল্লী এলাকার প্রায় ২৭ শতাংশ ওই কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার পল্লী এলাকার বাকি স্কুলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি দেয়ার কার্যক্রম চালু করে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে। গরিব পরিবারের প্রায় ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রতি মাসে নগদ ২৫ টাকা করে বৃত্তি পায়।

সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৯৫-'৯৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৫শ' ২২ কোটি ৬২ লাখ টাকা। তার মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ১ হাজার ৭শ' ৭১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত বেড়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০১-২০০২ অর্থবছরের সর্বশেষ বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আছে ৬ হাজার ২৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। তার মধ্যে ২ হাজার ৮শ' ৩৭ কোটি ৫৭ লাখ টাকা বরাদ্দ আছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে।

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধে বাড়ানোর ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৯৩ সালে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ৬৭ হাজার ৩শ' ৩২ জন, সেখানে ২০০০ সালে এ সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৬৭ হাজার ৯শ' ৮৫তে উন্নীত হয়। শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচির অধীনে অনুদান কমে যাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার হার নিম্নগামী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।